যুগান্তর

5 JUL 2012

এমবিবিএসে ভর্তির রেজিস্ট্রেশন না দেয়ায় বিএমডিসির বিরুদ্ধে রিট

যুগান্তর রিপোর্ট

চলতি শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস কোর্সে ভর্তিকৃত ১৭৭ দেশীয় শিক্ষার্থীকে রেজিস্ট্রেশন না দেয়ায় সুবিচার চেয়ে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের (বিএমডিসি) বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে রিট মামলা দায়ের করেছে ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, চট্টগ্রাম (ইউএসটিসি)। সোমবার উচ্চ আদালতের বিচারপতি নাইমা হায়দার ও বিচারপতি ফরিদ আহমেদের দ্বৈত বেঞ্চে ইউএসটিসির ভিসি জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম বাদী হয়ে এ রিট দায়ের করেন। রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতিদ্বয় বিএমডিসিকে চার সপ্তাহের মধ্যে শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন না দেয়ার কারণ দর্শাতে এবং কেন রেজিস্ট্রেশন প্রদান না করার সিদ্ধান্ত অবৈধ ঘোষণা করা হবে না জানতে চেয়ে রুলনিশি জারি করেছেন।

বিএমডিসির রেজিস্ট্রার ডা. জায়েদুল হক বসুনিয়া রিট মামলা দায়েরের খবরের সত্যতা স্বীকার করে বলেছেন, ইউএসটিসি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সম্পূর্ণ অবৈধভাবে তাদের খেয়াল-খুশিমতো শিক্ষার্থী ভর্তি করে আসছে। চলতি শিক্ষাবর্ষেও তারা একই কাজ করেছে। এ কারণে বিএমডিসি কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি ইউএসটিসির ১৭৭ শিক্ষার্থীকে রেজিস্ট্রেশন না দেয়ার সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছে উল্লেখ করে তিনি জানান, তারা আদালতের নির্দেশের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে রিট মামলার যথোপযুক্ত জবাব তৈরি করে তা উত্থাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

জানা গেছে, বিএমডিসি ও ইউএসটিসি কর্তৃপক্ষের রশি টানাটানিতে ১০ থেকে ১৫ লাখ টাকা খরচ করে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরা চরম বিপাকে পড়েছেন। ভর্তির পর প্রায় ছয় মাস পেরিয়ে গেলেও তারা এখনও রেজিস্ট্রেশন পাননি। নিয়মানুসারে বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে শিক্ষার্থী ভর্তির সর্বোচ্চ দুই মাসের মধ্যে সব ছাত্রছাত্রীর হিসাব বিএমডিসি কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ করতে হয়। বিএমডিসির রেজিস্ট্রেশন ছাড়া শিক্ষার্থীরা প্রফেশনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেন না। সম্প্রতি ইউএসটিসির ভিসি জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম বলেছেন, তারা রেজিস্ট্রেশনের জন্য শিক্ষার্থী প্রতি দু'শ টাকা নির্দিষ্ট ফি জমা দিয়ে ২০ ফেব্রুয়ারি বিএমডিসিতে আবেদন করলেও তাদের রেজিস্ট্রেশন দেয়া হচ্ছে না। বিএমডিসির রেজিস্ট্রারসহ কতিপয় অতিউৎসাহী কর্মকর্তার খামখেয়ালির কারণে ছাত্রছাত্রীরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার নিজস্ব আইন থাকায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কিংবা বিএমডিসির নির্দেশনা মানতে তারা বাধ্য নন বলে তিনি দাবি করেন।

জাতীয় অধ্যাপকের মেডিকেল ফ্যাকাল্টির অভিযোগ : স্বাস্থ্য অধিদফতর ও বিএমডিসি পরিচালিত দুটি তদন্ত প্রতিবেদনে

ছয় মাস পেরিয়ে গেলেও রেজিস্ট্রেশন পাননি শিক্ষার্থীরা

দেখা যায়, এ কলেজটিতেই বছরে দুই বার ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। দেশী-বিদেশী ছাত্র ভর্তির আনুপাতিক হার উপেক্ষা করে নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো ছাত্র ভর্তি করা হয়। প্রতিষ্ঠানটিতে নির্দিষ্ট আসন সংখ্যা নেই, ফলে প্রতি বছর খেয়াল-খুশিমতো আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। নীতিমালা অনুসারে শতকরা ৫ ভাগ গরিব ও মেধাবী এবং শতকরা ২ ভাগ মুক্তিযোদ্ধা কোটা মানা হয় না। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের স্বল্পতা রয়েছে। অধিকাংশ শিক্ষকের বয়স ৬৫ বছরের বেশি। বায়োকেমিস্ট্রি ও মাইক্রোবায়োলজি বিভাগে লেকচারার হিসেবে নন-মেডিকেল শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ছাত্রছাত্রী অনুপাতে হাসপাতালে বেডের সংখ্যা কম। হাসপাতালে বেড অকুপেন্সি রেট মাত্র শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ। ফলে ছাত্রছাত্রীদের হাতে-কলমে বাস্তব প্রশিক্ষণের সুযোগ খুবই কম। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের স্বল্পতা রয়েছে। কোন কোন বিষয়ে অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপকের পদ শূন্য। বিএমডিসি নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয় না। বায়োকেমিস্ট্রি ও মাইক্রোবায়োলজি বিভাগে মেডিকেল গ্রাজুয়েট নয় এমন অনেককে লেকচারার নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ইউএসটিসির উল্লেখযোগ্য শিক্ষকের বয়স ৬৫ বছরের ঊর্ধ্বে, যা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিএমডিসির শিক্ষক নিয়োগ বিধির পরিপন্থী। বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপন নীতিমালা অনুসারে মেডিকেল কলেজের নিজস্ব একাডেমিক হাসপাতাল ছাত্রছাত্রীদের বাস্তব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু ইউএসটিসিতে রেলওয়ে হাসপাতালের ৯০ শয্যা, পোর্ট হাসপাতালের ১১০ শয্যা, মেমন হাসপাতালের ৫০ শয্যা ও ইউএসটিসির নিজস্ব হাসপাতাল ৩শ' শয্যাসহ সর্বমোট ৫৫০ শয্যা ব্যবহৃত হচ্ছে, যা বিধিমালা বহির্ভূত। হাসপাতালে শতকরা ১০ ভাগ বেড সংরক্ষণসহ গরিব রোগীদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত এবং বিনা খরচে চিকিৎসাপ্রাপ্ত গরিব রোগীদের তালিকা আলাদাভাবে সংরক্ষণের কোন তথ্য নেই। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা অনুযায়ী ছাত্রছাত্রী ও বেড সংখ্যার আনুপাতিক হার ১:৫ হওয়া উচিত। সে হিসেবে ছাত্রছাত্রী অনুপাতে বেডের সংখ্যা খুবই নগণ্য। ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত ৩৯৮ ছাত্রছাত্রীর জন্য ১ হাজার ৯৯০ শয্যা প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে শয্যার সংখ্যা অনেক কম। হাসপাতাল পরিদর্শনে দেখা যায়, নিজস্ব হাসপাতালে বেড অকুপেন্সি শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ। অভিযোগ রয়েছে, গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ইউএসটিসির কার্যক্রম ফ্রি-স্টাইলে চলছে। ভর্তি নীতিমালা অনুসারে যে কোন মেডিকেল কলেজে শতকরা ৭৫ ভাগ দেশী ও শতকরা ২৫ ভাগ বিদেশী ছাত্রছাত্রী ভর্তির নিয়ম রয়েছে। ইউএসটিসি কলেজে ২০০২-০৩ সাল থেকে ২০১০-১১ পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তির পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, এ সময় মোট ২ হাজার ২২৯ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে। এতে দেশী মাত্র ৭৩২ এবং বিদেশী দ্বিগুণেরও বেশি— ১ হাজার ৫৬০ জন